050 প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী ও সম্ভাব্য সমাধান (বগুড়া জেলার ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর একটি সমীক্ষা)

প্রকাশকালঃ মার্চ, ১৯৮৮

ক) লেখক পরিচিতি

১। নাসিমুল গনি, উপ-পরিচালক
এম.এস.এস. (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

২। শেখ আব্দুর রশীদ, সহকারী উপদেষ্টা
এম.এস.এস. (রাষ্ট বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

৩। এ,টি,এম, আলতাফ হোসেন, অনুদেষ্টা
এম,এ, (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) বর্তমান সমীক্ষার পটভূমি ও উদ্দেশ্য

বর্তমান সমীক্ষা বগুড়া জেলার চারটি উপজলার ১৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিসিএস কোর্স এর হাতে-কলমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে এই বিদ্যালয়গুলোর উপর সমীক্ষা চালানোর জন্যে কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিসিএস অফিসারদেরকে নির্ধারিত গ্রামগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। বর্তমান রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ঐ সময় বিসিএস অফিসারদেরকে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। বিসিএস অফিসারগণ নিজেদের সমীক্ষার জন্য কাজ করার সাথে সাথে সরেজমিনে ১১-৪-৮৭ থেকে ১৫-৪-৮৭ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রামে অবস্থান করে বর্তমান সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন।

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া;

২) বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করা;

৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা; এবং

৪) সমস্যাসমূহের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গ) উপসংহার

এই নিবন্ধে সমীক্ষাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মৌলিক সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত এবং কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে। একক এমন কি একাধিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য বহু সমস্যা রয়েছে যা আলোচিত হয়নি। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পর্যায়ে মৌলিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠাই আজ প্রধান সমস্যা। এগুলির সমাধান বাকী সমস্যার সমাধান সহজতর করবে। বাংলাদেশের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকার প্রয়োগে আগামী দিনে সুশিক্ষিত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক এটাই সকল শিক্ষানীতির মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিৎ।